একজন নারী কি ধার্মিকতায় আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দিতে পারেন?

হ্যাঁ, তবে অধার্মিকতায় নয়! ঈশ্বর চান নম্র, ধর্মভীরু ও সত্যের শিক্ষকরা মাথা তুলুক। কিন্তু ইফিষের প্যাগান শহরে, মন্ডলীতে মিথ্যা প্রচারকেরা পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল। পৌল তিমথীয়কে এদের থামানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ১ম তিমথীয়'তে পৌল বারংবার পৌরানিক কাহিণী এবং বংশ বৃত্তান্তের ভ্রান্ত শিক্ষদের উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের জন্য নিরপেক্ষ সর্বনাম ব্যবহার করেছেন- ওই ব্যক্তি, তারা, কিছু লোক, এরা ইত্যাদি। এই সর্বনামগুলো এটা দেখায় যে, এই মিথ্যা শিক্ষকেরা নারী পুরুষ উভয়ই ছিল। (১: ৩-৭, ৪: ৭, ৫:১৫, ৬:৩, ৬:৯, ৬:১৭-১৮, ৬:২০ দেখুন)। পৌল চেয়েছিলেন সকল ভ্রান্ত শিক্ষা যেন তৎক্ষনাৎ বন্ধ হয়ে যায়! ১তিমথীয় ২:১১-১২, পৌল একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতার/মিথ্যা শিক্ষার উপর আলোকপাত করেছেন:

মূল শব্দ

Αὐθεντεο

authenteo = "কর্তৃত্ব" (ভালো বা খারাপ)

> "১১ কথা না বলে এবং সম্পূর্ণভাবে বাধ্য থেকে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভ করুক। ১২শিক্ষা দেবার ও পুরুষের উপর কর্তা হবার অনুমতি আমি কোন স্ত্রীলোককে দিই না। তার বরং চুপ করে থাকাই উচিত,"

একজন মৌন, শিক্ষনবিসি, এবং শিক্ষাগ্রহনে আগ্রহী নারী

এই অনুচ্ছেদে কর্তৃত্বের জন্য ব্যবহৃত অনন্য শব্দগুলোর দিকে যাওয়ার আগে আমাদের দুটি বিষয় জেনে নেওয়া আবশ্যক:

১. প্রথমে লক্ষ্য করুন, পৌল বহুবচন "নারীরা" থেকে (২:৯) একবচন "নারী" তে (২:১১-১৫ক) স্থানান্তরিত করার পূর্বে বহুবচন "নারী"(২:১৫খ) তে পরিবর্তন করছেন। এই একবচন/বহুবচন/একবচন এর ব্যবহার একটি মূল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি পৌল একটি সার্বজনীন নিষেধাজ্ঞা বহন করতে চাইতেন, তবে সমগ্র অনুচ্ছেদ জুড়ে "নারীরা" বহুবচন কেন রাখেননি? এর অর্থ হল পৌল নারীদের সব সময়ের জন্য শিক্ষাদান/কতৃত্বের জন্য নিষিদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু ইফিষের কিছু নির্দিষ্ট ভ্রান্তদের নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

২. পৌলের উপদেশগুলো "একজন নারী'কে" সঠিক পরিচালনার জন্য। তিনি এই নির্দিষ্ট নারীকে "শেখা"র জন্য একজন শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহীর ভূমিকায় থাকতে আজ্ঞা করছেন। পৌল ভ্রান্ত শিক্ষকদের পুনঃগঠনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, সব নারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেননি।

authenteo ***অথেনটিও...*** একবার মাত্র

পৌল কর্তৃত্বের জন্য শুধুমাত্র একবার তার সমস্ত লেখায় এই অস্বাভাবিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যদিও পৌল এবং অন্যান্য লেখকেরা নতুন নিয়মে ১০৫ বার এক্সোজিয়া (কর্তৃত্ব) ব্যবহার করেছেন, এই পরিস্থিতিতে অবশ্যই কিছু ভিন্ন বিষয় রয়েছে। এই বিশেষ শব্দটি, এপোক্রিফাল রেফারেন্সে দুইবার পাওয়া গেছে, যা ছিল আসলে "হত্যাকারী" শিশু হত্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত (দেখুন, মেসাল ১২:৬), বা নিজেকে "উৎস" দাবি করা (৩ ম্যাকাবিস ২:২৮-২৯ দেখুন)। আসল বিষয়টি হল, অথেনটিও কর্তৃত্বের কোন সাধারণ, স্বাভাবিক শব্দ নয়। (দেখুন, ওয়ান-পেজার, নারীরা কি পুরুষের তুলনায় সহজে প্রতারিত হয়?) কেউ কেউ মনে করেন আর্তেমিসের নারীরা পুরুষদের উপর অভিশাপ নামাতে পারে - সম্ভবত এই মহিলা তাদের উদাহরণ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

ভাল এবং মন্দ অথেনটিও?

সুতরাং পৌল কি ধরণের কর্তৃত্বকে নিষেধ করছিলেন? আমাদের দুটি বিকল্প রয়েছে। হয়: ১. পৌল সাধারণ, ভাল ও ধার্মিক নারীদের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন, অথবা, ২. পৌল পুনঃগঠন করছিলেন আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, হত্যাকারী নারীদের। পছন্দ স্পষ্ট হওয়া উচিত। পৌল আত্মাহংকারী, দাম্ভিক ভ্রান্ত শিক্ষকদের অনুমতি দিচ্ছেন না।

পৌল অথেনটিও শব্দটি ইফিষের ভ্রান্ত শিক্ষদের বোঝাতে ব্যাবহার করেছেন,
এবং দেখিয়েছেন কারও অন্যের উপর "প্রভুত্ব" বিস্তার করা উচিত নয়।

উপসংহার

সকল ভ্রান্ত শিক্ষকদের নীরব হওয়া উচিত, মিথ্যা শিক্ষা বন্ধ করা উচিত, এবং সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। পৌল ভ্রান্ত শিক্ষকদের জোড় করে কতৃত্ব নেওয়াকে এবং বিশ্বাসীদের উপর প্রভুত্ব করাকে প্রশ্রয় দেননি, এবং আজকের মন্ডলীতেও তা উচিত নয়। ধার্মিক শিক্ষকদের মানবতার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত সে হোক পুরুষ কিংবা নারী।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?